দৈনিক সংবাদ

123

তারিখ 06 JUL 1988

পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

শেরেবাংলা নগর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা ক্লাস ঝাড়ু দেয়া বন্ধ করুন

শেরেবাংলানগর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি বেশ পুরনো। অনেক জায়গা জুড়ে এই স্কুল ভবনটি নির্মিত। দেখতেও বেশ সুন্দর। কিন্তু এর ভেতরে ছাত্রীরা যে কি অবস্থায় লেখাপড়া করছে সেটা ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক ছাড়া কেউ জানে না। স্কুলটিতে দু'টি শিফট চালু আছে। সকাল সাড়ে সাতটায় শুরু হয় প্রভাতী শিফট। সকাল সারে সাতটা হতে পৌনে আটটা পর্যন্ত হয় অ্যাসেমব্লি। পৌনে আটটা হতে পৌনে বারটা পর্যন্ত ক্লাস হয়ে ছুটি হয়ে যায় প্রভাতী শিফটের। এই চার ঘন্টায় ৭টা পিরিয়ড থাকে। মাঝে টিফিনের জন্য বিরতি দেয়া হয় পনের মিনিটের। এই হলো প্রভাতী শিফটের পড়ার সময়। তারপরই আরম্ভ হয় দিবা শিফটের ক্লাস।

এখন আবার ক্লাশের এই সময়টুকুর মধ্যে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে ছাত্রীদেরকে ক্লাস ঘর ঝাড়ু দিতে হবে। এই কাজের জন্য কিন্তু কোন রুটিন দেয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষের যেদিন যখন ইচ্ছা হলো ঘর ঝাড়ু দিতে বলল। তখন ছাত্রীদেরকে বাধ্য হয়েই ঘর ঝাড়ু দিতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে শুধু ঘর ঝাড়ু দেয়ার জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কয়েক ঘন্টা। অথচ এক একটা পিরিয়ড কত আবশ্যক। যেমন কোন ক্লাসে সপ্তাহে একটা ব্যাকরণ ক্লাস হয় অথচ ঐ সপ্তাহে ঘর ঝাড়ু দেয়ার জন্য ঐ ব্যাকরণ ক্লাসটাই হলো না। ক্লাস না করায় ওদের কতটুকু ক্ষতি হলো সেটা কি স্কুল কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখেছেন? নাকি ভেবেছেন এই স্কুলে যারা পড়ে তাদের অভিভাবকের পক্ষে এর বিরুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার জানামতে কোন স্কুল নেই যেখানে মেয়েরা ক্লাস ঝাড়ু দেয়। আর ঝাড়ু দিবেই বা কেন? সরকারী স্কুলে ঝি অথবা সুইপার আছে। তাদের কাজ স্কুলঘর ঝাড়ু দেয়া। এইতো নিয়ম। অথচ পাশেই শেরেবাংলা নগর সরকারী বালক বিদ্যালয় আছে! সেখানে তো এই নিয়ম চালু হচ্ছে না। তবে মেয়েদের স্কুলে কেন এই নিয়ম থাকবে?

এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

জনৈক অভিভাবক

ডিগ্রী পরীক্ষার ফল ঘোষণা করুন

১৯৮৭ সালের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বিভিন্ন কারণে ১৫ই অক্টোবর হতে আরম্ভ হয়ে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে সমাপ্ত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৮৭ সালের ফলাফল ঘোষণা করার জন্য বিভিন্ন পত্রিকায় বহু লেখালেখি হয়েছে: কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট হতে এখন পর্যন্তও কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। যত বিলম্বে ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা হবে ততই সেশনজটের অভিশাপ বাড়বে। অন্যদিকে এ জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এদিকে ১৯৮৮ সালের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার তারিখ কর্তৃপক্ষ ১৫ই সেপ্টেম্বর ঘোষণা করেছেন এবং ফরম পূরণের তারিখও প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই অবিলম্বে ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে ছাত্রছাত্রীদেরকে হতাশা মুক্ত করা হোক এবং সাথে সাথে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদেরকে ১৯৮৮ সালের ডিগ্রী পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হোক।

তুহিন, কবির, শরিফ, রিয়াজ, ও পিউ, বি,এসসি, সাবসিডিয়ারী
সরকারী তিতুমীর কলেজ,
গুলশান, ঢাকা।